আজকের কাগজ

তারিখ 18 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

গ্রন্থমেলা ঃ গ্রন্থকার ঃ গ্রন্থাগার

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে গ্রন্থমেলা জমে উঠেছে। ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে আয়োজিত এ মেলায় প্রতি সন্ধ্যায় গড়ে দৈনিক পাঁচ হাজার দর্শনার্থীর আগমন ঘটলে আর তার সঙ্গে কয়েকটি শুক্রবার সকালের দর্শকদের যোগ করলে প্রায় দেড় লাখ দর্শক গ্রন্থমেলা পরিদর্শন করছেন ধরে নেয়া যায়। গ্রন্থমেলায় চার শতাধিক স্টল রয়েছে। গ্রন্থমেলা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিশেষ প্রচার পাচ্ছে, গ্রন্থমেলায় কয়েকজন গ্রন্থকার নিয়মিত অবস্থান করছেন, সংবাদপত্রে তাদের সম্পর্কে বিশেষ খবরও থাকছে। কয়েকটি বাংলা দৈনিকে ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে রেয়াতি হারে বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হচ্ছে। মোটকথা গ্রন্থমেলা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন গ্রন্থকার একুশের গ্রন্থমেলাকে সামনে রেখেই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করে থাকেন, অনেকে বছরে একবার বই কেনেন এই গ্রন্থমেলা থেকে। এই গ্রন্থমেলা যে আগ্রহের সৃষ্টি করে রচয়িতা, প্রকাশক ও পাঠকদের মধ্যে তা অভিনন্দনযোগ্য। সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থমেলার কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনারও দাবি রাখে। গ্রন্থমেলার উদ্দেশ্য কি? গ্রন্থ রচনায় লেখকদের উৎসাহী করা, গ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশকদের অনুপ্রাণিত করা, গ্রন্থ ক্রয়ে পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করা, সামগ্রিকভাবে গ্রন্থ সম্পর্কে দেশে আগ্রহ বৃদ্ধি করা? এবারে বিবেচনা করা যাক ঐসব উদ্দেশ্য কতোটা সফল হচ্ছে? এ বছর ঢাকা গ্রন্থমেলায় চার শতাধিক বইয়ের স্টল আছে কিন্তু এ বছর প্রকাশিত চার শতাধিক নতুন গ্রন্থ কি গ্রন্থমেলায় রয়েছে? গ্রন্থমেলা যারা দেখেছেন তারা লক্ষ্য করে থাকবেন কয়েকজন জনপ্রিয় গ্রন্থকারের কয়েকখানা জনপ্রিয় গ্রন্থের ছড়াছড়ি প্রায় প্রতিটি স্টলে। বস্তুতঃ গ্রন্থমেলার বিভিন্ন স্টলের পার্থক্য মূলত নামে ও কয়েকটি ক্ষেত্রে স্টল সজ্জায়। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত গ্রন্থমেলায় চার শতাধিক স্টলে কি চার শতাধিক নতুন বই পাওয়া যাচ্ছে? ঐ চার শতাধিক স্টলদাতার কয়জন প্রকৃত প্রকাশক? স্টলগুলোতে বইয়ের প্রদর্শনী, নতুন বইয়ের প্রচার ব্যবস্থা কি সন্তোসজনক? এক একটা স্টলে যে ভিড় তার মধ্যে বই বাছাই ও ক্রয় করা কি সহজ কাজ?

গ্রন্থমেলার কোনো কোনো স্টলে বইয়ের প্রচ্ছদপট টানিয়ে তাদের প্রকাশনার প্রচার করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় কিন্তু গ্রন্থমেলায় ও গ্রন্থমেলা সম্পর্কিত সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে গ্রন্থ অপেক্ষা কয়েকজন গ্রন্থকার গুরুত্ব পান অধিক। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে পর্যন্ত গ্রন্থের প্রচ্ছদপট অপেক্ষা গ্রন্থকারের মুখমন্ডলের ছবির প্রকট প্রদর্শনী ফলে বোঝা কঠিন পাঠকরা কি কিনবেন গ্রন্থ না গ্রন্থকার? কোন গ্রন্থকার কি রঙের ভূষণ পরে কোন সন্ধ্যায় মেলায় এলেন সে খবর সংবাদপত্রে পাওয়া গেছে কিন্তু এ বছর কোন্ প্রকাশক কোন্ কোন্ লেখকের কয়টি নতুন বই প্রকাশ করেছে তা এখন পর্যন্ত ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। চার শতাধিক স্টলদাতার কে কয়টি বই প্রকাশ করেছে এ বছর গ্রন্থমেলায় সে সংবাদও জানা যাচ্ছে না। গ্রন্থমেলা এবং সম্পর্কিত প্রচার কয়েকজন মুষ্টিমেয় গ্রন্থকারের প্রচারমেলায় পরিণত হয়েছে তাই দৈনিক গড়ে পাঁচ হাজার দর্শক গ্রন্থমেলায় ভিড় জমলেও দৈনিক পাঁচ হাজার বই গ্রন্থমেলায় বিক্রয় হয় না। প্রতিদিন কতো টাকার বই বিক্রয় হয় তাও সঠিক জানা যায় না।

গ্রন্থমেলার উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে গ্রন্থের প্রকাশ, প্রচার ও বাজারজাত প্রক্রিয়া বৃদ্ধিকরণ তাহলে সে দৃষ্টিকোণ থেকেই গ্রন্থমেলার সফলতা বিচার করা উচিত। সর্বোপরি বাৎসরিক গ্রন্থমেলা নিয়ে যতোই সাড়া পড়ুক না কেন তার দ্বারা বাংলাদেশের গ্রন্থাগার বা পাবলিক লাইব্রেরীগুলোর অবস্থার কি কোনো উন্নতি হচ্ছে? দেশের গণপাঠাগারগুলোর অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক নয়, ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরীর অবস্থা শোচনীয়, অধিকাংশ প্রয়োজনীয় বইয়ের পাতা কাটা। গ্রন্থমেলা যদি দেশের গ্রন্থাগারগুলোর অবস্থার উন্নতি করতে না পারে তাহলে সমস্ত বছর পাঠকদের চাহিদা মেটাবে কোন্ প্রতিষ্ঠান? গ্রন্থমেলা হয় ঢাকায়, মাঝে মাঝে ঢাকার বাইরে কোনো শহরেও কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানে গ্রন্থমেলার কোনো প্রভাব নেই। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত গ্রন্থমেলা ঢাকাবাসীদের জন্যে আকর্ষণীয় হলেও ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের জন্যে এর তাৎপর্য কতোটুকু? প্রশ্ন উঠতে পারে ফেব্রুয়ারি মাসে শুধু ঢাকায় গ্রন্থমেলা কেন? বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ও থানা শহরে গ্রন্থমেলার আয়োজন নয় কেন? বাংলাদেশের সবকিছু ঢাকাকেন্দ্রিক, গ্রন্থের বিপণনও তার ব্যতিক্রম নয় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে গ্রন্থমেলা বাংলাদেশের। সাহিত্য সংস্কৃতি প্রকাশনা, গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে কতোটা অবদান রাখছে।